দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩৬ মাসে প্রথমবর্ষ সমাচার

বাংলাদেশের সতেরটি পলিটেকনিক ইংসটিটি-উটে সাতহাজার ছাত্র ১৯৮৩ সালে প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছিল। তাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল '৮৪ সালে, তারপর এখন চলছে ১৯৮৫ সাল। কিন্তু তাদের প্রথমবর্ষের পাঠ আর ঘুচলো না। কারণ, পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না। পরীক্ষার তারিখ ক্রমেই পিছিয়ে গেছে। [illegible]

একজন ছাত্র 'সংবাদ'-এ চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন, কতদিনে তাদের প্রথমবর্ষ শেষ হবে। শৈশবের সাধারণ জ্ঞান, তথা ভূগোলের পাঠ তাল-গোল পাকিয়ে গেছে। বাংলা বাগ্বিধিতে একটা বাক্যাংশ আছে, 'আঠার মাসে বছর' যার অর্থ হল স্বভাবে দীর্ঘসূত্রিতা বা ঢিলেঢালা গোছে কাজ করা।

এখন ৩৬ মাসেও বছর কাটছে না দেখে পত্রলেখক ছাত্রটি জানতে চেয়েছে, কতকাল তারা প্রথমবর্ষে থাকবে।

সম্ভবত: দেশের ১৭টি পলিটেকনিক ইংসটিটি-উট অপর কোন গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণকালের হিসাবে প্রথমবর্ষের স্থায়িত্বকাল স্থির করেছে।

পলিটেকনিক ইংসটিটিউটের সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তারা পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন। কিন্তু ছাত্রদেরও তো যুক্তি আছে। তার জবাব কি? তারা কী ছাত্রদের অসুবিধাটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন কিংবা নিজেদের অসুবিধাটাকে বড় করে দেখেছেন। তাও বোঝার উপায় নেই। ছাত্ররা ঠেকেছে বলে মাঝেমধ্যে পত্রিকার দ্বারস্থ হয়। কর্তৃপক্ষের কোন গরজ নেই। সুতরাং তাদের মনোভাবটা চাঁদের উল্টো পিঠের মত না-জানার অন্ধকারেই রয়ে গেল। [illegible] ধারণা করতে পারি, ছাত্ররা ৩৬ মাস ধরে বেতন দিয়ে প্রথমবর্ষে পড়ে আছে। কারণ, বেতন সমস্যা নিয়ে তারা কথা বলেনি। শিক্ষালাভে তাদের আগ্রহটা এ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়।

আসলে চিঠিটিতে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি-টাই প্রকাশ পেয়েছে। চারপাশে উন্নয়নের রুদ্ধশ্বাস ছোটার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থাটা খঞ্জের মত পথের পাশে পড়ে আছে।

এর বিরুদ্ধে যুক্তি আসতে পারে, কতকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ হল, কত টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। যুক্তিগুলো কেউ অস্বী-কার করবেন না। কিন্তু ৩৬ মাস ধরে যারা প্রথম-বর্ষে পড়ে আছে, তাদের এতে সান্ত্বনা কোথায়?

আমরা জরুরীভিত্তিতে এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করার জন্য কিংবা কোন পন্থা নিরূপণের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।